



327649 - ইবাদত ও অভ্যাসের মধ্যে পার্থক্য

প্রশ্ন

স্বভাবে অভ্যস্ত হয়ে পড়ার সমস্যা সমাধান করার কোন উপায় আছে কি? অর্থাৎ আমি যখন নরিদ্বিট কোন সূরা খুব খুশুর (মনোযোগের) সাথে পড়ি কিছুদিন গত হওয়ার পর আমি অনুভব করি যে, আমার সেই খুশু দুর্বল হয়ে গেছে। যেন আমার অন্তর অর্থ বুঝা ও অনুবাদন করার বিষয়ে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে এবং এটাকেই যথেষ্ট হিসেবে গ্রহণ করছে। অনুরূপ অবস্থা অন্য দোয়াগুলো পড়ার ক্ষেত্রেও ঘটবে। এর কোন সমাধান আছে কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

“অভ্যাস” একটি নিরিপক্ষ বিষয়। কোন ভাল কিছু মানুষের অভ্যাসে পরিণত হওয়া এবং এভাবে সুদৃঢ় হয়ে যাওয়া যে, কোন কষ্ট ছাড়া মানুষ সটো করতে পারাটা ভাল। হাদিসে এসেছে: **الْخَيْرُ عَادَةٌ ، وَالشَّرُّ لَجَاجَةٌ** (ভাল কাজ অভ্যাসগত, আর মন্দ কাজ হঠকারতি)[সুনানে ইবনে মাজাহ (২২১), সহিহ ইবনে হিব্বান (৩১০)]

আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একখানা চাটাই ছিল। রাতের বেলা তিনি এ চাটাই দিয়ে কামরা বানিয়ে এর মধ্যে সালাত আদায় করতেন, লোকেরাও তাঁর পছিনে সালাত আদায় করত। আর দিনের বেলা তিনি এটি বিছিতেন। একরাত লোকেরা সমবতে হল। তখন তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন: লোক সকল! যতটুকু আমল আপনারা স্থায়ীভাবে করতে সক্ষম হবেন আপনাদের ততটুকু আমল করা উচিত। কেননা আল্লাহ তা'আলা আপনাদের ইবাদতের সওয়াব দিতে ক্লান্ত হবেন না; যতক্ষণ না আপনারা ইবাদত বন্দগী করতে করতে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েন। আল্লাহর কাছে অধিক পছন্দনীয় হল নিয়মিত আমল; সটো পরিমাণে কম হলও। (বর্ণনাকারী বলেন) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসারী ও বংশধরগণ যে আমল করতেন তা স্থায়ীভাবে সর্বদাই করতেন।”[সহিহ বুখারী (৫৮৬১) ও সহিহ মুসলিম (৭৮২)]

কবি আবুত তাইয়্যেব বলেন:

لكل امرئ من دهره ما تَعَوَّدَا



“প্রত্যকে ব্যক্তি যাতো অভ্যস্ত হয় সটোই তার জীবন।”

এটি সুবদিতি যো, আল্লাহর পথে অবচিলভাবে চলার সবচেয়ে বড় উপকরণ হল ব্যক্তির এমন কিছু নকে আমল থাকা যোগুলো সো নিয়মিতি পালন করে, ছড়ে দেয় না, সগোলো তার অভ্যাস হয়ে যায়, সগোলো পালনে অবহলো, কসুর বা অলসতা করে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে আমল এমনই নিয়মিতি, স্থায়ী ও চলমান ছিল। তাঁর পরিবার-পরিজনও কোন একটি আমল শুরু করলে সটো স্থায়ীভাবে করতেন।

দুই:

পক্ষান্তরে, অভ্যাসরে অর্থ যদি এটা হয় যো, ব্যক্তি ইবাদত করার সময় টরে পায় না। অর্থাৎ স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইবাদতটি পালন করে, এর কোন প্রাণ থাকে না— এটি বিপদজনক একটি বিষয়। ব্যক্তির উচিত এ বিষয় সতর্ক হওয়া। কারণ ইবাদতে যো সওয়াব পাওয়া যাবে সটো অন্তরে উপস্থিতির উপর নির্ভর করে। যমেনটি আল্লাহ্ তাআলা বলছেন: “নিশ্চয় মুমনিগণই সফল; যারা তাদের নামাযে খাশে (একনিষ্ঠ)।” [সূরা মুমিনীন, আয়াত: ১-২]

তাই ইবাদত পালনরে সময় ব্যক্তির অন্তর অন্যমুখী না হয়ে উপস্থিতি থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শাইখ বনি বায (রহঃ) কে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল যো:

“আমি এক বইতে একটি উপদশে পড়েছি যো, আপনি আল্লাহর জন্য কৃত আপনার ইবাদতকে অভ্যাসে পরিণত করবেন না। কভিবে একজন মুসলিম আল্লাহর ইবাদতকে ইবাদত হিসেবে পালন করতে পারবে; অভ্যস্ত হয়ে পড়া কোন অভ্যাস হিসেবে নয়? জাযাকুমুল্লাহু খাইরা।

জবাবে তিনি বলেন:

এ কথার মর্ম হচ্ছে আপনি নামাযকে অভ্যাসগত বিষয় হিসেবে আদায় করবেন না। বরং আল্লাহর নকৈট্য হাছলি্রে মাধ্যম হিসেবে আদায় করবেন। এটি অভ্যাস শ্রণীয় নয়। আপনি যদি সালাতুত দ্বোহা (চাশতরে নামায) আদায় করেন আপনি আল্লাহর নকৈট্য প্রাপ্তির জন্য আদায় করুন; এজন্য নয় যো এটি আপনার অভ্যাস। এভাবে আপনি যদি রাতরে বলায় তাহাজ্জুদ আদায় করেন আপনি আল্লাহর নকৈট্যপ্রাপ্তির মাধ্যম হিসেবে আদায় করবেন, আল্লাহর আনুগত্য হিসেবে আদায় করবেন; নিরিতে অভ্যাস হিসেবে নয়। এ হিসেবেও নয় যো, আপনার পতিমাতা সটো করছেন...।”

<https://bit.ly/3dZDaDs>

তনি:

ইবাদত মনোযোগ রাখার ক্ষেত্রে নমিনোকৃত বিষয়গুলো সহযোগী হতে পারে:

১। ইবাদতে ভিন্নতা আনা। অর্থাৎ ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকারের ইবাদত করবেন: যমেন- নামায পড়া, কুরআন তলোওয়াত করা, যকিরি করা, দান করা, পতিমাতার আনুগত্য করা, আত্মীয়স্বজনদের সাথে সম্পর্ক রাখা, রোগী দেখতে যাওয়া, মৃতব্যক্তির জানাযা, দাফনকাফনে অংশগ্রহণ করা...। আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহে ইবাদত অনেকে ও বহু ধরণের।

২। আমলটি পালন করার সময় ধরৈয়ের সাথে নিয়তকে ধরে রাখা:

ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) ‘উদ্দাতুস সাবরৌন’ পুস্তকে (৬৫-৬৬) বলেন: “কর্মকালীন সময় ধরৈয়: বান্দা আমলে কোন ঘটতি করা কথিবা অবহলো করার প্রণোদনাগুলোর বপিরীতে ধরৈয়কে চলমান রাখবে। নিয়তকে ধরে রাখা ও মাবুদের সামনে নজিরে অন্তরকে উপস্থিতি রাখার ক্ষেত্রেও ধরৈয়কে অব্যাহত রাখবে। মাবুদের নরিদশে পালন করার সময় মাবুদকে ভুলে যাবে না। উদ্দেশ্য এটা নয় যে, নরিদশেতি কর্মটি পালন করা। বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে- নরিদশেতি কর্মটি পালনকালে নরিদশেকারীকে ভুলে না যাওয়া। বরং নরিদশেকারীর স্মরণকে উপস্থিতি রেখে নরিদশেটি পালন করবে।

এটাই হল আল্লাহর খালসে বান্দাদের ইবাদত। ইবাদতের পরপূর্ণ হক আদায় করার জন্য ধরৈয়ের প্রয়োজন; ঠকিমত রুকনগুলো আদায় করা, ওয়াজবিগুলো আদায় করা, সুন্নতগুলো আদায় করা, মাবুদের (উপাস্যের) স্মরণকে অব্যাহত রাখা। তাঁর ইবাদত পালনকালে তাঁর থেকে অন্যমুখী হবে না। অন্তর দিয়ে আল্লাহর সাথে থাকতে গিয়ে অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো তাঁর ইবাদত পালনে বকিল হবে না। যমেনভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোর ইবাদত পালন তাকে অন্তর দিয়ে মাবুদের সামনে উপস্থিতি থাকা থেকে বকিল করবে না।”[সমাপ্ত]

৩। দোয়াতে যত্নবান হওয়া:

আল্লাহর সঙ্গতিব লাভের সবচেয়ে বড় উপায় হচ্ছে— দোয়া এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য সাহায্য।

৪। আমলটি ছিড়ে না দোয়া:

কারণ শয়তানরে ফন্দগুলোর মধ্যে অন্যতম হল মনোযোগ না থাকার কারণে মানুষকে আমল থেকেই বমিখ করা। তাই মুমনিরে উচিতি সতর্ক থাকা ও আমল চালিয়ে যাওয়া।

৫। ইবাদতের জন্য পূর্বপ্রস্তুত নিয়ো এবং মনোযোগ নষ্ট করার উপকরণগুলো থেকে দূরে থাকা:

আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “কউে যনে খাবার উপস্থিতি রেখে নামায না পড়ে এবং প্রশাব-পায়খানা আটকে রেখে নামায না পড়ে।”[সুনানে আবু দাউদ (৮৯)]



আল্লাহই সর্বজ্ঞ।